ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ভূত' হয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন মাধুরী
পৃঃ ৫

৫০০ উইকেটের ঠিকানায় দ্বিতীয় দ্রুততম অশ্বিন
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৫০ ● কলকাতা ● ০৮ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমি কেড়ে নেওয়ার

পরিকল্পনা সহ খুনের আশঙ্কায় রয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কণ্ঠ রোধ করার জন্য সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও সাংবাদিকদেরও পিছনে পড়ে রয়েছে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলের নেতারা। প্রশাসনের সর্বোচ্চ লেভেলে জানিও সুরাহ ও মেলেনা এই বাংলায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কাগজের সম্পাদকেরও। দীর্ঘ কুড়ি বছর সাংবাদিকতা জীবন একটার পর একটা অত্যাচারে ভরিয়ে তুলেছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের উপর। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জন্ম জিবনতলা থানার হেদিয়া গ্রামে, যেখানে রাজনৈতিক নেতারা তার কণ্ঠকে রোধ করার জন্য খুন করার পরিকল্পনা যেন অব্যাহত রেখেছে, শুধু তাই নয় তার পরিবারের উপরে বিভিন্ন কৌশলে অত্যাচার চলছে। পরিবারের জমি জায়গাগুলো

এরপর ৩ পাতায়

শাঁখ বাজিয়ে শুভেন্দুকে বরণ সন্দেশখালিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশ অমান্য করতে পারেনি প্রশাসন। ধামাখালি দিয়েই সন্দেশখালি প্রবেশ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নেতাকে দেখেই বেরিয়ে এল সাধারণ মানুষজন। উঠল 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান।গ্রামের মা বোনেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শঙ্খধ্বনি বিভিন্ন জায়গাতেই শোনা যায়। উলু দিচ্ছেন গ্রামের মহিলারা। বয়স্করা শুভেন্দু অধিকারীকে দেখে আশীর্বাদের ভঙ্গিমায়। সাধারণ মানুষ ফুল ছুঁড়ে বরণ করছেন শুভেন্দু অধিকারীদের। তার মধ্য দিয়েই হেঁটে চলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

কখনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তিনি। গ্রামের বয়স্কদের হাতে ভরসার হাত রাখছেন। আবার কোনও শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। মানুষের উত্থান জরুরি ছিল। এমনই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

গোটা সন্দেশখালি যেন রাস্তায় নেমে এসেছে শুভেন্দু অধিকারীকে দেখে। মানুষ রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে তাদের অভিযোগ করেছেন।মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল ধামাখালির রাজনৈতিক পরিস্থিতি।পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীদের আটকে দেয়। নাটকীয় পট পরিবর্তন হয় ঘন্টাখানেকের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়

এরপর ৩ পাতায়

খলিস্তানি' মন্তব্য অসংবেদনশীল,

আইনি পদক্ষেপ করবেন, এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিখ পুলিশ অফিসার সম্পর্কে বিজেপির তরফে যে মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়ে দিলেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে সুপ্রতিম বলেন, 'বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু আঙুল উঁচিয়ে যশপ্রীত সিংহকে খলিস্তানি বলে মন্তব্য করেন।" তিনি আরও বলেন, "ওই মন্তব্য অসংবেদনশীল, প্ররোচনামূলক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করেছে।তবে রাজনৈতিক ভাবে বিজেপি গোটা ঘটনায় কিছুটা হলেও বেকায়দায় বলেই মনে করছেন অনেকে। অনেকের মতে, সন্দেশখালির ঘটনা যখন শাসকদলকে কিছুটা কোণঠাসা করে রেখেছে তখন এই মন্তব্য তৃণমূলের হাতে পাল্টা অস্ত্র তুলে দিল।এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করছি।" পাশাপাশি, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের ক্ষেত্রে কী আইনি বিধান রয়েছে, তা-ও উল্লেখ করেন তিনি। সুপ্রতিম বলেন, "ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫(এ) ধারায় আইনত পদক্ষেপ করা হবে।" যদিও সুপ্রতিম কোনও নেতানেত্রীর নাম করেননি।

সদ্যই এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ)-এর দায়িত্ব পেয়েছেন সুপ্রতিম। তিনি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "এক জন পাগড়ি পরেন বলে তিনি খলিস্তানি? পুলিশে হিন্দু,

এরপর ৩ পাতায়

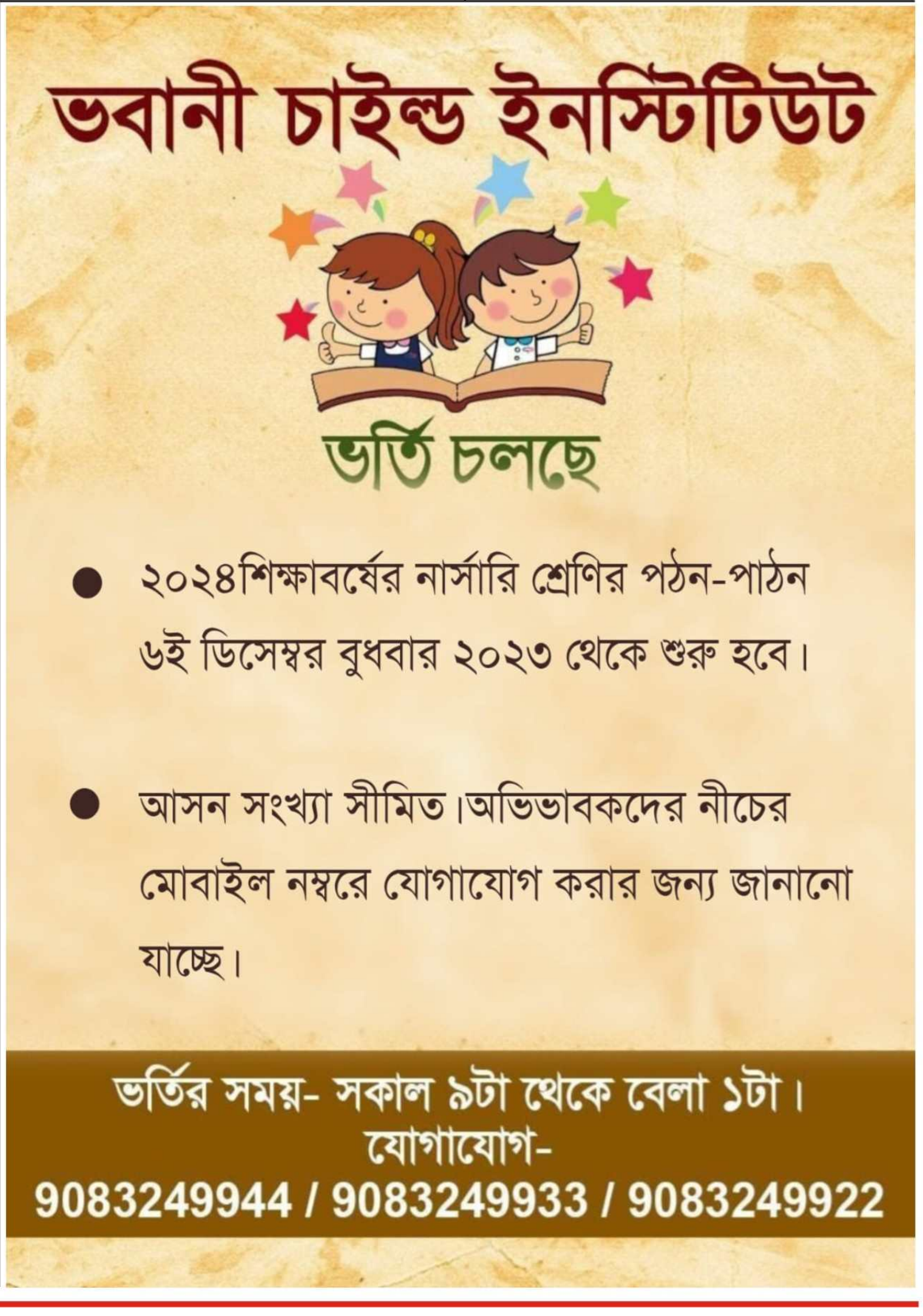

পাগড়ি মানেই খলিস্তানি নয়',

শিখ পুলিশ অফিসারের সমর্থনে সোচ্চার মমতার কড়া হুঁশিয়ারি বিজেপিকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত এক মাস ধরেই অগ্নিগর্ভ সন্দেশখালি। আর সেই সন্দেশখালিতে ঢুকতে গিয়ে পুলিশের কাছে বাধা পেলেন শুভেন্দু অধিকারী । সেখানেই এক পাগড়িধারী আইপিএস অফিসারকে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল 'খলিস্তানি' বলে আক্রমণ করেছেন বলে অভিযোগ। এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন রাজ্যের শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। কলকাতায় মুরলীধর লেনে রাজ্য বিজেপির সদর কার্যালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছে। আসানসোলেও একটি প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছে রাজ্যের শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। উল্লেখ্য, সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হলেও আদালতের তরফে জানানো হয়, শুভেন্দু অধিকারী এবং শঙ্কর ঘোষ সন্দেশখালি যেতে পারবেন। তবে দলীয় কর্মীদের যাওয়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত। পাশাপাশি শর্ত দেওয়া হয়েছে, যাতে এলাকায় কোনরকম শান্তি ভঙ্গ না হয়।আর এবার সেটা নিয়েই গর্জে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

এইদিন মুখ্যমন্ত্রী বেশ জোর গলায় জানিয়ে দেন, পাগড়ি পরা মানেই খলিস্তানি নয়। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'আজ বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি লজ্জাজনকভাবে সংবিধানের সীমা লংঘন করেছে। বিজেপির মতে পাগড়ি পরা সবাই খালিস্তানি। শিখ ভাই-বন্ধুদের অপমানের এই চেষ্টার আমি তীব্র নিন্দা করছি। দেশের প্রতি তাদের বলিদান এবং ভালবাসা অপরিসীম। বাংলার সম্প্রীতি রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর। কেউ সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করলে, তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এই ঘটনার সূত্রপাত শুভেন্দু অধিকারীর সন্দেশখালি অভিযানের সময়। মঙ্গলবার এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সাথে উপস্থিত ছিলেন অগ্নিমিত্রা পালও। তবে এইদিন তারা সন্দেশখালি পৌঁছানোর আগেই ধামাখালিতে জারি হয় ১৪৪ ধারা। বিজেপি কর্মীরা সেখানে পৌঁছালে পুলিশ বাহিনী তাদের বাধা দেয়। আর সেই পুলিশ বাহিনীর সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন পাগড়ি পরিহিত এক শিখ পুলিশ অফিসার।

অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি সেই সময় ঐ আইপিএস অফিসারকে খলিস্তানি বলে অপমান করেন। যে ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে তাতে ঐ অফিসারকে (যশপ্রীত সিংহ, এসএস (আইবি) বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমি পাগড়ি পরেছি বলে আমি খলিস্তানি! আপনি আমার ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন? আমি এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করব।' জবাবে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'আপনি একজন পুলিশ অফিসার আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন।' এই ভিডিওটি-ই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্দেশখালিতে কর্তব্যরত পুলিশ কর্তার বদলি,

ইডি-র হানা থেকে এখনও পর্যন্ত বদল ৩

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্যাতিতাদের বয়ান নিয়েছিলেন সন্দেশখালিতে কর্তব্যরত পুলিশকর্তা পাপিয়া সুলতানা। মঙ্গলবার তাঁর বদলির নোটিশ এসেছে। তাঁকে বদলি করা হয়েছে বারাকপুর এক নম্বর ব্যাটেলিয়ানের। তবে পুলিশের তরফে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এটি রুটিন বদলি।সন্দেশখালি যাওয়ার আগে ধামাখালি তে আটকানো হয় সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাট

এরপর ৩ পাতায়

TENDER

TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No.11/2nd Call/Rampara-IGP/2023-2024** and **12/2ndCall/Rampara-IGP/2023-2024** and **16/Rampara-I GP/2023-2024** with Vide **Memo No. 55/Ram-I/15th (Tied)/2023-24** and **56/Ram-I/15th CFC (Untied)/2023-24 Dated:-16/02/2024** and **60/Ram-I GP/15th CFC (Untied)2023-24 Date:-19/02/2024** by The Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last date of Application **27/02/2024 up to 2.00 pm** Hours.interested contractorsplease visit **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan Rampara-I Gram Panchayet
Manganpara , Murshidabad

দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় নতুন নিয়ম!

চালু হবে ২০২৫-২৬-এ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সঙ্গে সাঞ্জস্য রেখে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় বদল আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বছরে দু'বার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীরা বিকল্প বেছে নিতে পারবেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ছত্তিশগড়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী স্কিমের সূচনা করে বলেন, প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ২১১ টি স্কুলে হাম অ্যান্ড স্পোক মডেলে আপগ্রেড করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি স্কুলের জন্য দুই কোটি টাকা খরচ করা হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হল পড়াশোনায় চাপ কমানো।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগতভাবে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-তে বোর্ডের দ্বিবার্ষিক পরীক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত বছরের অগাস্টে শিক্ষামন্ত্রকের তরফে ঘোষিত নিউ কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে, ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ করে দিতে এবং সুযোগ নিশ্চিত করতে বছরে অন্তত দু'বার বোর্ডের পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানানো হয়। দু'বার পরীক্ষা নেওয়া হলেও, সেরা স্কোর ছাত্রছাত্রীরা রাখতে পারবে বলেও জানানো হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান রায়পুরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি পরীক্ষার নতুন বিন্যাসে সর্বোচ্চ সুযোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি হল জাতীয় শিক্ষা নীতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের চাপমুক্ত রাখা এবং তাঁদের শিক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা। এব্যাপারে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

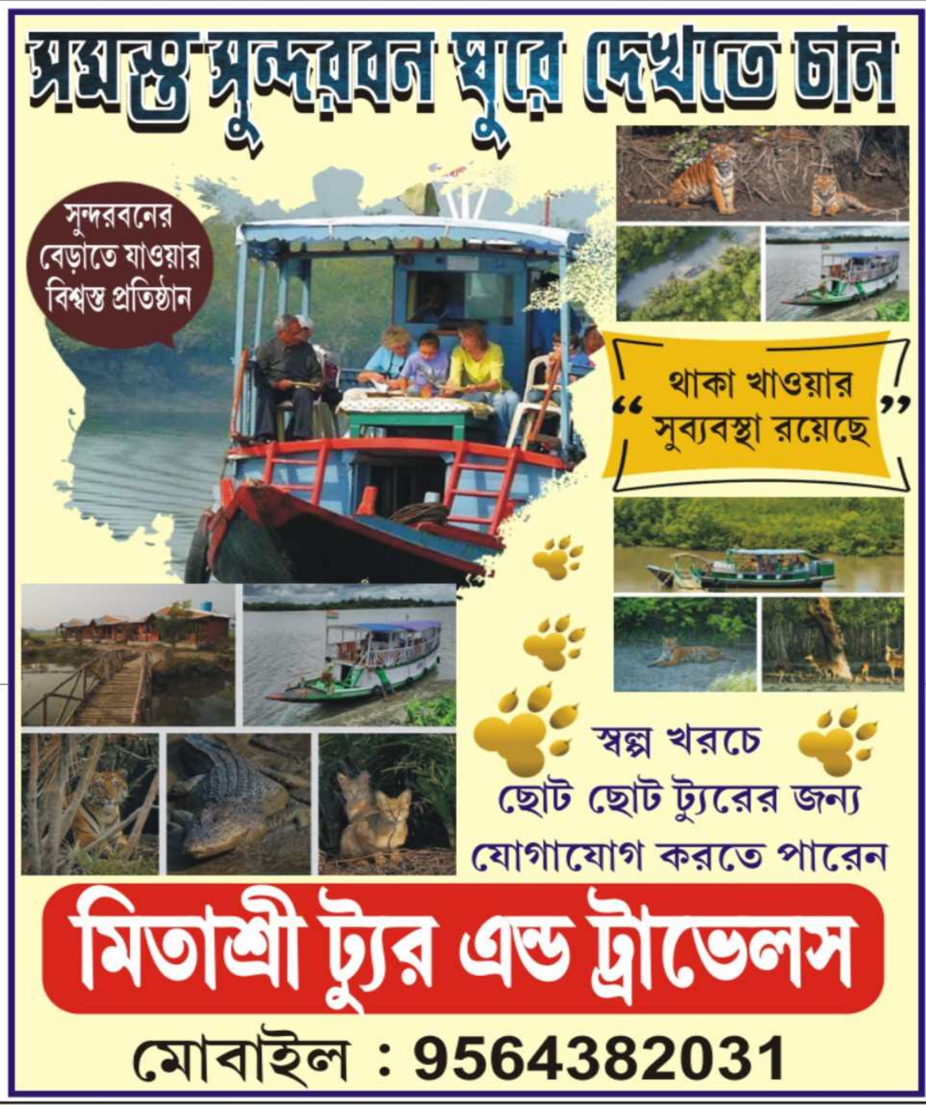

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে অন্তসত্তা মহিলা সহ দুই ব্যক্তিকে

গুরুতর মারধরের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

আমিরুল ইসলাম, চাচল, মালদা: নিউজ সারাদিন : জমি বিবাদকে কেন্দ্র এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে বেধড়কভাবে মারধর করার অভিযোগ উঠলো তাঁর প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার চিলাপাড়া এলাকায় গত সোমবার আনুমানিক সন্ধ্যাবেলায় ।

পরিবার সূত্রে জানা যায় আব্দুল মজিদ সরকার(৫৪) নামে এক ব্যক্তি জমি থেকে সরিষার কুটো ট্রাকটারে করে বাড়িতে নিজ জায়গায় এনে রাখার পর নামাজ পড়তে যায়। নামাজ পড়ে আসার পর দেখতে পাই প্রতিবেশী কফিলুদ্দিনের ছেলে রফিকুল আলী আচমকিতভাবে আব্দুল মজিদ সরকারের ছেলে সোহেল আক্তার কে মারধোর শুরু করে। স্বামীকে বাঁচাতে গেলে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গর্ভবতী মহিলাকেও বেধড়কভাবে মাটিতে ফেলে দিয়ে লাথি মারে। তাকে তার শাশুড়ি অন্তরা বিবি ও ননদ মমতাজ বানু বাঁচাতে গেলে কফিল উদ্দিনের ছেলে শফিকুল আলী ও তাজমুল হক এবং শুকুর আলীর ছেলে শহীদ,শহীদের ছেলে সাগর আলী, তাজিমুল হকের স্ত্রী শাহনাজ বিবি,কফিলুদ্দিনের স্ত্রী লালন বিবি, সাগর আলীর স্ত্রী বর্ণা বিবি সম্মিলিতভাবে আব্দুল মজিদ সরকারের বাড়িতে চড়াও হয় লোহার রড ও লাঠি সোটা দিয়ে বেধড়কভাবে মারধর করে। আব্দুল মজিদ সরকারের ঘাড়ে কোমরে ও ডান হাতে মারের আঘাতে রক্তাক্ত হয় বাদ যায়নি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্তা মহিলাও। তারা নিজের ঘরে ঢুকে কোনরকম আত্মরক্ষা করে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়ার পথেও বাধা পেতে হয় অভিযুক্তদের হাতে। কোনক্রমে স্থানীয়দের সহায়তায় চাচোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হয়। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার গর্ভের সন্তান নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে গর্ভবতী মহিলা। সমস্ত ঘটনা লিখিতভাবে চাচোল থানায় জানানো হয়। তারপরেও নিস্তার নেই। অভিযুক্তরা বিভিন্নভাবে বিভিন্নজনকে দিয়ে পুলিশকে জানাতে বারণ করে এবং প্রাণে মারার হুমকি দেয়। এমনকি বাড়ি ফিরে আসলে পুনরায় এই ধরনের ঘটনা ঘটবে বলেও হুমকি দিতে থাকে।

পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত ভাবে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে। সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ আশ্বাস দেয় এমনটাই জানা যায় পরিবারের পক্ষ থেকে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলা

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে শুরু হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলা। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন সোমবার ফিতা কেটে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন।

গ্রামীন এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বাবলম্বী করতেই এই ক্ষুদ্র ঋণ মেলার আয়োজন বলে জানান বিডিও তাপস পাল।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লকের দায়িত্বে থাকা সংখ্যালঘু দপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার আফজল হোসেন জানান,গোষ্ঠী ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে মহিলারা কিভাবে আবেদন করবেন এবং সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে সে ব্যাপারে জানাতে

এই মেলার আয়োজন করা হয়।সোমবার থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে, আজ মঙ্গলবার হয়ে শেষ।এদিন অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ঋণ নিয়ে নিজেদের হাতে তৈরি করা খাদ্য সামগ্রী ও ব্যবহার্য জিনিসের দোকান নিয়ে বসেন।মুক্তি মহিলা সংঘের ভালুকা বাজার এলাকার নেতাজি স্বনির্ভর গোষ্ঠী নামের এক সদস্যা সুলতানা পারভীন জানান,এই সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে ঋণ নিয়ে তারা বিভিন্ন হাতের কাজ শুরু করেছেন। যেমন পাটের কাজ,সুতোর কাজ,কেথা সেলাই,স্কুলের পোশাক তৈরি,মাটির ছোট ছোট প্রতিমা তৈরি,মেয়েদের বুরখা ও কুর্তি সেলাই করে বিভিন্ন জায়গায় হোলসেল দরে বিক্রি করে থাকেন।এতে তাঁরা যথেষ্ট স্বাবলম্বী হতে পেরেছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলা

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে শুরু হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলা। পশ্চিমবঙ্গ ২ ব্লকের দায়িত্বে থাকা সংখ্যালঘু দপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার আফজল হোসেন জানান,গোষ্ঠী ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে মহিলারা কিভাবে আবেদন করবেন এবং সর্বোচ্চ কত জিনিসের দোকান নিয়ে বসেন।মুক্তি মহিলা সংঘের ভালুকা বাজার এলাকার নেতাজি স্বনির্ভর গোষ্ঠী নামের এক সদস্যা সুলতানা পারভীন জানান,এই সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে ঋণ নিয়ে তারা বিভিন্ন

বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারতকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী একটি বহুপাক্ষিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সূচনা করেছেন বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেছেন, বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারতকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী একটি বহুপাক্ষিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সূচনা করেছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একগুচ্ছ পোস্টে শ্রী শাহ বলেছেন :

"প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি একটি বহুপাক্ষিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সূচনা করেছেন। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মোদী সরকার এমন এক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে যার সাহায্যে দ্রুত সতর্কবার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলে পাঠানো যাবে।"

"বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ভারতকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি দুর্যোগের সময় যাতে কোনো প্রাণহানি না ঘটে, তা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। আজ প্রত্যেক মানুষের জীবন রক্ষার্থে আমাদের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীগুলি অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করছে।"

"প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত আজ যেকোনো বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে সক্ষম। মোদী সরকারের 'জিরো ক্যাজুয়ালিটি' নীতির কারণে ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'-এর সময় প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি।"

শ্রী শাহ আরও বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভারতের যুবশক্তির প্রতি আস্থাশীল। যুবশক্তির ওপর ভিত্তি করে দেশে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। মোদী সরকার বিপর্যয়ের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর ফলে যেকোনো বিপর্যয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমাদের বাহিনীগুলির মনোবল এখন তুঙ্গে।"

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যে দমকল ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করতে, বড় বড় শহরগুলিতে বন্যার ঝুঁকি কমাতে এবং ১৭টি রাজ্যে ভূমিধ্বসের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে ৮ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে। এছাড়াও, ২০২৩-এর জুন মাস থেকে দমকল বাহিনীর আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার আরও একটি প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২১ সালে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ১৩,৬৯৩ কোটি টাকা এবং রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা তহবিলের জন্য ৩২,০৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীগুলিকে দেওয়া হয়। এছাড়াও, ৩৬৯ কোটি টাকার 'আপদ মিত্র প্রকল্প' দেশের ৩৫০টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ জেলার জন্য কার্যকর হয়েছে। এই প্রকল্পে ১ লক্ষ তরুণ স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতোমধ্যেই ৮৩ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

২ পাতার পর

সন্দেশখালিতে কর্তব্যরত পুলিশ কর্তার বদলি, ইডি-র হানা থেকে এখনও পর্যন্ত বদল ৩

সহ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রতিনিধি দলকে। পরে সন্দেশখালি তে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় বৃন্দা কারাট সহ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রতিনিধি দলকে।

সন্দেশখালির ঘটনা শুরুর পর থেকে এই তিন পুলিশ আধিকারিকের বদল হল। প্রসঙ্গত, ইডি আক্রান্ত হওয়ার পর পরই সরানো হয় বসিরহাট জেলার এসপি জেবি থমাসকে। ন্যাজোট থানার অন্তর্গত সন্দেশখালি বসিরহাট জেলা পুলিশের অধীনে। সরানো হয় বসিরহাটের ডিএসপি সানন্দা গোস্বামীকেও। সানন্দার জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় কৃষেন্দু ঘোষ দস্তিদারকে। এবার সরানো হল এসপি হোমগার্ড পদে থাকা পাপিয়া সুলতানাকে।বর্তমানে এসপি হোমগার্ড পদে ছিলেন পাপিয়া সুলতানা। উত্তপ্ত সন্দেশখালিতে মহিলাদের নানা অভিযোগ সমানে আসে। রাজ্যপালের কাছেও নানা অভিযোগ আসে। নড়চড়ে বসে পুলিশ। এসপি হোমগার্ড বাড়ি বাড়ি ঘুরে মহিলাদের বয়ান নথিভুক্ত করেন। পুলিশের এই বসিরহাটের পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান ও বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি সুমিত কুমার জানা। তাঁর বলেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাপিয়া বয়ান সংগ্রহ করেছে। এই সময় চারটি অভিযোগ সামনে এসেছে। কোথাও কোনও নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসেনি। সন্দেশখালির নারী সুরক্ষায় ১০ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিও গঠন করা হয়। ডিআইজি পদমর্যাদার এক মহিলা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে গঠিত হয় এই কমিটি।

তবে এ দিনও সন্দেশখালির নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পাপিয়া সুলতানা। এদিন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত সন্দেশখালি ঢুকতে চেষ্টা করেন। তখন তাঁকে আটকান পাপিয়া।

১-ম পাতার পর

শাঁখ বাজিয়ে শুভেন্দুকে বরণ সন্দেশখালিতে

দুজন প্রতিনিধি যেতে পারবেন সন্দেশখালিতে। শঙ্খধ্বনি উঠল এলাকায়।

শুভেন্দু অধিকারী, শঙ্কর ঘোষ দুই বিজেপি বিধায়ক সন্দেশখালিতে পৌঁছান। তারপর থেকেই স্রোত যেন উল্টো দিকে বইছে শুরু করে। গত দেড় মাস ধরে আতঙ্কের পরিবেশ ছিল ওইসব জায়গায়। তৃণমূল বরাবর এলাকায় দাপিয়ে বেরিয়েছে। তাই কোনও বিরোধী শক্তি এলাকায় টু শব্দটি করতে পারত না। এই কথা শোনা যায়।

শেখ শাহজাহানের এলাকায় বিরোধীদের কথা বলার সাহস পর্যন্ত ছিল না। এবার সেখানেই যেন উলোটপুরাণ হতে শুরু করেছে। শুভেন্দু অধিকারীদের দেখে শেখ শাহজাহানের এলাকায় জয় শ্রীরাম স্লোগান। শুধু তাই নয়, শেখ শাহজাহানের ফাঁসির দাবি পর্যন্ত করা হল। শুভেন্দু অধিকারী ও শঙ্কর ঘোষ সরু পথ দিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছেন। পিছনে কয়েকশো সাধারণ মানুষ জয় শ্রীরাম নাড়া দিচ্ছে। হাতে পতাকা। বিজেপির স্লোগানে কার্যত মুখরিত এলাকা। তাহলে কি মানুষের উত্থান হল শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে? সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মাত্র দুজনের উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল এলাকায়। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীকে দেখে মানুষ সাহস করে বাইরে বেরিয়েছে। এমন বক্তব্য বিজেপি নেতৃত্বের। সাধারণ মানুষ মনে জোর পেয়েছে। এবার শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বাঁচাতে পারবে না। সন্দেশখালির মাটিতে দাঁড়িয়ে এমনই বক্তব্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতার।

১-ম পাতার পর

খলিস্তানি' মন্তব্য অসংবেদনশীল, আইনি পদক্ষেপ করবেন, এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম

মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সবাই আছেন। সবাই তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। এই ধরনের মন্তব্য ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করে। আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।"ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে ওই মন্তব্যের নিন্দা করেছেন। পাশাপাশি শিখদের একটি অংশ কলকাতায় বিজেপি দফতর এবং আসানসোলে অগ্নিমিত্রার বাড়ির সামনেও বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি নিয়েছে। গোটা ঘটনায় বিজেপি কিছুটা 'চাপে' বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের অনেকে।

তৃণমূলের একটি অংশ আবার দাবি করেছে, ওই মন্তব্য শুভেন্দু করেছেন। অনেকের আবার পাল্টা যুক্তি, শুভেন্দু যদি তা করে থাকেন, তা হলে অগ্নিমিত্রার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ হচ্ছে কেন? তা হলে তো কাঁথির শান্তিকুঞ্জের সামনে বিক্ষোভ হত। রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, যে হেতু শুভেন্দু বিরোধী দলনেতা, তৃণমূলের লক্ষ্য তিনিই, তাই তাঁর দিকে এই অভিযোগ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর নেতৃত্বে মঙ্গলবার সন্দেশখালি গিয়েছিলেন বিজেপির কয়েক জন বিধায়ক। ধামাখালি এলাকায় ব্যারিকেড গড়ে শুভেন্দুদের আটকে দেয় পুলিশ। সেই সময়ই পুলিশের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয় বিজেপি বিধায়ক এবং কর্মী-সমর্থকদের। অভিযোগ সেই সময়েই ওই জায়গায় কর্তব্যরত পাগড়িধারী আইপিএস অফিসার যশপ্রীত সিংহ (এসএস-আইবি)-র উদ্দেশে 'খলিস্তানি' মন্তব্য উড়ে আসে বিজেপি নেতৃত্বের তরফ থেকে। অভিযোগ উঠেছে, সেই মন্তব্য করেছেন অগ্নিমিত্রা। তা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করতেও দেখা যায় যশপ্রীতকে। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন। পরে অগ্নিমিত্রা আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, "আমি ওই পুলিশ অফিসারকে খলিস্তানি বলিনি।" আবার বিতর্ক দানা বাঁধতে শুভেন্দুও অগ্নিমিত্রার পাশে দাঁড়াননি। বিরোধী দলনেতা বলেছেন, এ সব বলার কী দরকার!

দু'বার টাকা পেয়ে না যায়!

ঝঞ্ঝাট এড়াতে টাস্ক ফোর্স গড়ে দিল নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় প্রচুর ভুয়ো জব কার্ড রয়েছে বলে অনেক আগে থেকেই অভিযোগ করছে কেন্দ্রের সরকার। রাজ্য বিজেপির অভিযোগও তাই। তাঁদের মতে, ভুয়ো জব কার্ড দেখিয়ে একশ দিনের কাজ প্রকল্পে বহু কোটি টাকা লুঠ হয়েছে বাংলায়। এবং এই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই রাজ্যের টাকা আটকে রেখেছে দিল্লি।নবান্নের এক কর্তার কথায়, বকেয়া মজুরি এখন রাজ্য দিয়ে দিচ্ছে ঠিকই। আগামী দিনে কেন্দ্র মজুরি বাবদ টাকা রিলিজ করলে সেই টাকা দিয়ে রাজ্যের কোষাগারে যাবে। তখন মজুর দেওয়ার হিসাব চাইতে পারে কেন্দ্র। এবং গরমিল হলে ফের কেন্দ্রের বরাদ্দ আটকে যেতে পারে। তাই জেলা ও পঞ্চায়েতগুলিকে বলা হয়েছে, সতর্ক হয়ে তালিকা বানাতে। একই নামের দু'জন রয়েছে কিনা, কেউ মারা গেছেন কিনা তা খোঁজ নিতে। এ ব্যাপারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষাও করেছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। তার পরেও সাবধান থাকতে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

সার্বিক এই প্রেক্ষাপটে আর ঝুঁকি নিতে চাইল না নবান্ন। আর দু'দিন পর থেকে একশ দিনের কাজ প্রকল্পের ২১ লক্ষ শ্রমিকের বকেয়া টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে শুরু করবে নবান্ন। তার আগে মঙ্গলবার একটি টাস্কফোর্স গঠন করে দিল পঞ্চায়েত দফতর। ওই টাস্ক ফোর্সের মাথায় বসানো হয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত সচিব পি উল্লানাথনকে।

একশ দিনের কাজ প্রকল্পের আওতায় এই ২১ লক্ষ শ্রমিকের মজুরি প্রায় দেড় বছর ধরে বকেয়া রয়েছে। কেন্দ্র না দেওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কোষাগার থেকে তাঁদের মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য বাজেটে তা ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু নবান্নের উদ্বেগ হল, এই টাকার বন্টন নিয়ে যেন কোনও অনিয়মের অভিযোগ না ওঠে। ভুয়ো শ্রমিকের নামে কোনও অ্যাকাউন্টে যেন টাকা না যায়। কিংবা কারও খাতায় দুবার পেমেন্ট না হয়ে যায়।

১-ম পাতার পর

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা সহ খুনের আশঙ্কায় রয়েছে

কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসনিকভাবে তাদের জমির মধ্যে অন্য মানুষের নামে রেকর্ড করে দিয়েছে। যখন তার জমির ভিতরেই অন্য নামের রেকর্ড করে দিল একবারও ভুরুক্ষেপে টের পেলেন না সম্পাদক পরিবার। অথচ সেই জমি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় হাসপাতালের ঠাকুরদার আমলে, সেই থেকে আজও তাদের নামে পাত্তা বা রেকর্ড রয়েছে। সেই রেকর্ড কেটে কিভাবে অন্য লোকের নামে করে দিতে পারলেন প্রশাসনের একাংশ। তোমায় প্রশাসনের তরফ থেকে কোনভাবে কোন নোটিশ দিয়ে সম্পাদক পরিবারকে জানানো হয়নি, অথচ এখন যখন প্রকৃত ঘটনাটা প্রশাসনের নজর এসেছে ক্যানিং মহাকুমার শাসকের অফিসে ৩ বার হেয়ারিং হয়েছে একবারও বিবাদী পক্ষের কেউ অফিসে উপস্থিত হয়নি, তারা নিজেরাই জানেনা ওই জমিগুলো তাদের নামে কিভাবে রেকর্ড হলো। অথচ তাদের নামে নিজেও গৃহ নিজভূমি দিয়ে নেতারা কোটি কোটি টাকার আত্মসাৎ করেছে এই প্রকল্পে। আর ভুয়ো নিজে গৃহ নিজভূমি রেকর্ড করিয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমির মধ্যে। আর সেই রেকর্ড কাটাতে গিয়ে হিয়ারিং এর নামে তিন তিনবার এসডিও অফিসে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অথচ জমিটা কি নেতারা আত্মসাৎ করবে বলে , আবারো হিয়ারিং হবে বলে মহাকুমার শাসক ক্যানিং জানিয়েছে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার এর পরিবারের জমি তাদের নামে রেকর্ড দেয়া হবে তারপরও এত হয়রানি কিসের তার কোন সদুত্তর নেই শুধু বলছে আর একবার তদন্ত হোক, আর এক বার হোক হিয়ারিং করতে হবে এই ভাবে তিন তিনবার চলে যাওয়ার পরও কোন অর্ডার দেয়নি। আবারো হেয়ারিং হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে মহাকুমার শাসক নিজেই। প্রশ্ন হল যখন সম্পাদকের পরিবারের জমি অন্য লোকের নাম করে দেবে রেকর্ড হচিছল তখনই একবারও হিয়ারিং করার প্রয়োজন পড়ে নি প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের। তাহলে এখন এতবার হেয়ারিং করার বা কি প্রয়োজন রয়েছে, বিয়ালার অফিসের অফিসাররা তো তদন্ত করে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে দীর্ঘ ৫০ বছরের উপরে ওই জমিতে দখলদার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের তিনজন। তাহলে কি সেই রিপোর্টের উপরে ভরসা নেই ক্যানিং মহকুমা শাসকের না শুধুমাত্র নেতাদের মন জয় করার জন্যই এতটা হয়রানি করাচ্ছে নেতাদের কথামতো, নিউজ সারা দিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের উপরে। আর এই সত্য প্রতিবাদ করার জন্য সম্পাদক পরিবারের যে কাউকে খুন করবে সে পরিকল্পনার নেতারা করে রেখেছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদার লিখিত জানিয়েছে প্রশাসনকে যে তাকে যেকোন ভাবে খুন করতেই পারে, তার পরিবারসহ তাকে পার্সোনাল পুলিশি নিরাপত্তা দেয়া হোক। সেই দাবি তুলেছে জাতীয় একাধিক সাংবাদিক সংগঠন তারপরও পার্সোনাল নিরাপত্তা পায়নি। তবে উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তার সহযোগিতায় প্রশাসনিকভাবে এসডিও মহাকুমার অফিসে নিরাপত্তা দিয়ে হেয়ারিং এর সময় নিয়ে যাওয়া হয় এবং নিরাপত্তা সহকারে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কি ন্যায়বিচার ও প্রশাসনিক নিরাপত্তা পাবে না। তবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রশাসনের উপর ভরসা আছে বলে জানিয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৫০ সংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ বুধবার, ০৮ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শেখ শাহজাহানরা ইজ্জত কেড়ে নিত মহিলাদের

জবাব আসবে আজ শাসকদলের নেতারা মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে।পুলিশি বাড়াবাড়ি, ধর্ষণ, রেশন চুরি, বেকারত্ব, চাকরি চুরি, উন্নয়ন, বিকাশ, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ, শিশুমৃত্যু এরকম হাজার ইস্যু আসবে। সেই ইস্যু নিয়ে বিরোধীরা মাঠে নামবে, সরকারে থাকা দল বলবে বিরোধীরা শিশুমৃত্যু কি ধর্ষণ কি দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে। বাজি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগল, পুড়ে মরল জনা আট কি দশ কি বারো, এ ঘটনা প্রায় সব আমলেই ঘটেছে, যার আমলেই হোক না কেন। বিরোধী যারা তাঁদের অভিযোগ ওখানে সরকারি দলের দেখরেখে তৈরি হচ্ছিল বোমা, সরকারে থাকা দল বোমা, বন্দুক, খুনের রাজনীতি করছে। এ কি আপনারা শোনেননি? হরেক কিসিমের জমানাতে এসব শুনেছেন, আধা ফ্যাসিস্ট রাজত্ব ছিল কংগ্রেস আমলে, ঘরছাড়া হয়েছে আমাদের হাজার হাজার কর্মী, জ্যোতি বসু তাঁর প্রায় সমস্ত ভাষণে এসব কথা বলেছেন। একই কথা তৃণমূল কংগ্রেস এসে বলেছে, বলেছে সাঁইবাড়ির কথা, বলেছে ২১ জুলাইয়ের কথা। আবার আজকের বিরোধী কংগ্রেস এবং বামেরা সেই একই অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে আনছে।এগুলো সংসদীয় রাজনীতির অঙ্গ, এসব নৌটঙ্কি দেশের মানুষ জানে, বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। কিন্তু এসবের থেকে অনেক আলাদা বিজেপির প্রচার, বিজেপির বিরোধিতার জায়গাটাই আলাদা। ইডি গিয়েছিল শেখ শাহজাহানকে ধরতে, তার দলবল আর সমর্থকরা সেদিন এমন রুখে দাঁড়িয়েছিল যে ইডিকে ফিরে আসতে হয়, সম্মিলিত হেনস্থার মুখে পড়তে হয়, মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। তারপর থেকে শেখ শাহজাহান নিরুদ্দেশ, এর কিছুদিন পর থেকেই এলাকাতে নাকি গণ অভ্যুত্থান। জানা যাচ্ছিল ওই শাহজাহান, তার সাকরেদ শিবু উত্তমদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ অত্যাচারিত গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়িয়েছে। তাদের রোষের সামনে পড়ে ওই শিবু আর উত্তমও গা ঢাকা দিয়েছিল, আপাতত তারা গ্রেফতার। অত্যাচারের তালিকায় গণধর্ষণ, ধর্ষণের অভিযোগও আছে। স্বাভাবিক, এই ইস্যু ছাড়বে কেন বিরোধীরা, ছাড়া উচিতও নয়। বিভিন্ন এলাকাতে শাসকদলের এই মাঝারি নেতারা যে সব আমলেই এক একজন খাঞ্জা খাঁ হয়ে ওঠেন তা তো আমরা জানি। কাজেই বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস বাম তার বিরোধিতায় নেমেছে, সরকারে থাকা দল তৃণমূল এসব অভিযোগকে ষড়যন্ত্র বলছে। এও খুব স্বাভাবিক। মানুষ এসব কথা শুনছেন। কিন্তু ওই যে বললাম, বিজেপি দলটাই আলাদা, তাদের লক্ষ্য আলাদা, তাদের পথ আলাদা, তাদের বিরোধিতার মধ্যে থাকে এক অন্য উদ্দেশ্য যা স্থায়ী ক্ষত তৈরি করে। যে ক্ষত যত গভীর হবে, বিজেপি নেতারা সেই ক্ষত থকে তত বেশি লাভ পায়, চুলোর দোরে যাক দেশ, দেশের সমাজ, ওনাদের লক্ষ্য কেবল বিরোধিতা নয়, এক স্থায়ী গভীর ক্ষত তৈরি করা। তাই প্রচার হচ্ছে শেখ শাহজাহান ধর্ষণ করেছে হিন্দু মহিলাদের, সেটাই আমাদের বিষয় আজকে।

অপরাধের গুরুত্ব ধর্মের ভিত্তিতে বাড়েও না, কমেও না। যদি হয়ে থাকে, তাহলে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের ধর্ষণ বা সেখানকার উত্তম, শিবুর ধর্ষণের অপরাধ কম বা বেশি হয় না। হাথরসের দলিত মহিলাকে ধর্ষণ তো করেছিল আরেক দলিত পরিবারের পুরুষেরা, বা বিলকিস বেগমকে ধর্ষণ করেছিল তো উচ্চবংশের মানুষজন। স্থানীয় এমএলএ-র ভাষায় সংস্কারী ব্রাহ্মণেরা ধর্ষণ করেছিল, তাতে কি অপরাধের গুরুত্ব কমে বা বাড়ে? ধর্ষণ যেই করুক কোনও ভাবেই কোনও সময়েই কি ধর্ষণকে জাস্টিফাই করা যায়? বিজেপি এভাবেই চিন্তা করে, তাদের কাছে ধর্ষণের সঠিক বেঠিকও আছে। সেই কবে আরএসএস-বিজেপির গুরুদেব বিনায়ক দামোদর সাভারকার লিখেছিলেন, মারাঠারা যে মুসলমান রমণীদের বন্দি করে এনেছিল তাদের ধর্ষণ করাই উচিত ছিল কারণ মুসলমান রাজাদের সৈন্যরা সেটাই করে থাকে। তো গুরুদেবের চেলারা যে গুরুর মতোই চিন্তা করবে এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে?সন্দেশখালিতে অভিযোগ কি কেবল ধর্ষণের? তোলাবাজির অভিযোগও তো আছে আর এই সরকারের আমলে কাটমানি তোলাবাজি কোনও নতুন কথাও নয়, হচ্ছে তো। না হলে অঞ্চলে অঞ্চলে এইসব মাঝারি নেতাদের অমন প্রাসাদগুলো তৈরি হচ্ছে কোত্থেকে? অত্যাচার? তাও আছে, কারণ জার্সি পাল্টালেও আসলে তো এরা পুরনো ষাঁড়, প্রতিবার এরা জামা বদল করে কেবল নিজেদের রাজত্ব রাখতে, এও তো সবার জানা। আবার দেখুন একটা ঘটনা ঘটেছে, স্থানীয় মানুষ রাস্তায় মিছিল করছেন, সেখানে বিরোধীদের যেতে দেওয়া হবে না। আমরা তো দেখেছি নন্দীগ্রাম এপিসোডে সাংবাদিকদেরও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উত্তরপ্রদেশের হাথরসে বিরোধী নেতাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এ রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে কিন্তু সরকারের কাজের পদ্ধতি কি বদল হয়েছে? বিরোধীদের যেতে দেওয়া হবে না, অথচ শাসকদলের নেতামন্ত্রীরা দিব্যি যাচ্ছেন।এ নিয়ে প্রতিবাদ হোক, বিরোধীরা বলুক, বলছেও, স্বাভাবিক। কিন্তু বিজেপির প্রচার হল ওখানে তৃণমূল নেতা শাহজাহান হিন্দু মেয়েদের এনে ধর্ষণ করত, উত্তম আর শিবু শাহজাহানকে হিন্দু মহিলা সাপ্লাই করত। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে চলছে এই প্রচার। সেই এক গভীর ক্ষত তৈরি করার প্রক্রিয়া। ধর্ষণ যথেষ্ট নয়, অত্যাচার যথেষ্ট নয়, তোলাবাজি যথেষ্ট নয়, এক হিন্দু-মুসলমান বাইনারি তৈরি করাটাই তাদের উদ্দেশ্য। উত্তম-শিবু হল পতিত হিন্দু, তারা শেখ শাহজাহানের মহিলা সাপ্লায়ার, এটাই বিজেপির প্রচার। সরকারি দলের বিরুদ্ধে বিরোধীরা প্রচার করবে, তাদের বিভিন্ন ছোট ভুলকে তিল থেকে তাল করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কে করেননি? কিন্তু বিজেপি সেটাকেই এক গভীর সামাজিক ক্ষততে বদলে দেবে, আজ নয় বহু যুগ ধরে তার থেকে রক্তক্ষরণ হবে, এটাই তাদের রাজনীতি। আমরা আমাদের দর্শকদের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, এই ধর্ষণ, লুঠ, অত্যাচারের অভিযোগকে এক সাম্প্রদায়িক চেহারা দিতেই কি বিজেপি চেষ্টা চালাচ্ছে? তাদের উদ্দেশ্য কি ওই সন্দেশখালিতে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ? শুনুন মানুষজন কী বলছেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

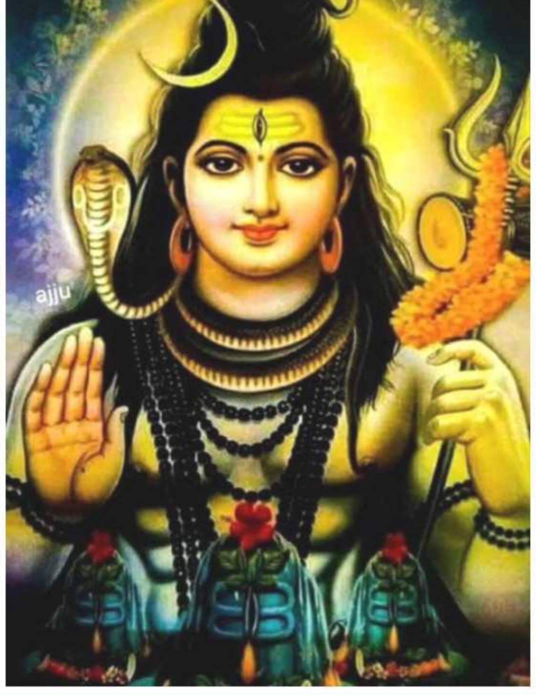

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিবের নৃত্যের এনার্জির ভাইব্রেশান থেকে এই চক্রের সৃষ্টি। চক্র অপর নাম পৃথিবী , এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি পিন্ড থেকে। ওই পিন্ডটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে এই পিন্ডটির উৎপত্তি কোথা থেকে?

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দীর্ঘকুড়ি পরেও নিরাপত্তার অভাব অব্যাহত, কুঁড়েঘরে বাস করতে হয় সম্পাদককে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

দীর্ঘ কুড়ি বছর চলে গেল লেখালেখির জগৎ নিয়ে ,সেই থেকে নিরাপত্তার অভাবে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল সম্পাদক পরিবারে। তখন থেকে পরিকল্পনা করেছে এক শ্রেণীর নেতারা সাংবাদিক লেখক সম্পাদক ও চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক ও অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে যেকোনোভাবে মেরে দেওয়ার কৌশল অভ্যতা। চলতি পথে রাস্তাঘাটে যে কোনভাবে বিষক্রিয়া, বাড়ির মধ্যে কৌশল করে যে কোন ভাবে পানীয় জল বা খাদ্যের মধ্যে বিষক্রিয়া অথবা গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা। অথবা রাতের অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা যেন অব্যাহত, প্রায় রাতে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির ভিতরে লোক চলে আসে তা নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার। কেন বা একটা পরিবারের উপরে এভাবে কুড়িটা বছর অত্যাচার, অন্যায়, খুনের পরিকল্পনা জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রইল অথচ লোকাল প্রশাসন প্রথম থেকে নির্বাক কেন? উপমহলের একশ্রেণীর প্রশাসন মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে কোনরকম সাহায্য করছে বলে কুড়িটা বছর ওর পরিবারসহ এখনো জীবিত রয়েছে তেমনি জানিয়েছেন সরদার পরিবার। সরকার যাবে সরকার আসবে পরিবর্তন হলেও অত্যাচারের নমুনা কমে না তার উদাহরণ সাংবাদিক ,সম্পাদক, অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের সবাই। অত্যাচার অব্যাহত আছে তার উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় পরিবারে সবাই মুখে মুখে প্রকাশ পায়। তার ঘরবাড়ি ভগ্ন ভয়ংকর দুর্দশায় ভরা, জমি জায়গা আছে কিন্তু মাথা গোজার যে ঘরবাড়ি ভগ্ন দশা হয়ে রয়েছে। তার পরিবারের রুটি রোজগারেও বারবার আঘাত হানছে, তার তিনটি দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ করা পরিকল্পনায় বহুবার বহু ক্ষেত্রেই করেছে। এই পরিবারের উপরে কোন সরকারের নজর আজও নেই, তা না হলে এই পরিবার এত দুঃখ দুর্দশা অত্যাচার এবং ভগ্ন বাড়িতে থাকতে হত না। বামফ্রন্টের আমল থেকে এই পরিবার নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে, আজও তারা নিরাপত্তাহীনতায় তাদেরকে কোন সরকারই নিরাপত্তা দেয়নি,কেন্দ্র বা রাজ্য। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ মৃত্যুঞ্জয় সরদার রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকে না বলে এই পরিস্থিতি। এই পরিবার আগামী দিনে হয়তো এমনই ভাবে নৃশংসভাবে হত্যা হয়ে যাবে অথচ প্রশাসনের নির্বাক থাকবে। কৌশল করে যে কোনভাবে যদি মেরে দেয় প্রশাসন সেটা হয়তো আত্মরক্তা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালিয়ে দেবে। কেনই বা কুড়িটা বছর ধরে এই পরিবারের উপরে এমনই অমানবিক অত্যাচার ও নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে। সে কারণে বলতেই হয়

দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের, যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩, ১২৬৬, ১২৬৫/ ১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে। জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

জীবনের শেষ সিনেমা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিলেন শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'শাহরুখ খান অভিনীত 'জিরো' সিনেমা ২০১৮ সালের শেষে মুক্তি পায়। এটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সেই থেকে পরপর কয়েকটি সিনেমা ব্যর্থ হয়। এর উপরে মহামারি ও লকডাউনের প্রভাব শাহরুখকে পিছিয়ে দিয়েছে।

এসব কারণে প্রায় সব মিলিয়ে প্রায় চার বছর বড়পর্দা থেকে দূরে ছিলেন শাহরুখ খান। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে বলিউড বাদশা যে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ২৫ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল 'পাঠান'।

গত বছরের প্রথম সিনেমাই সুপারহিট হয়। ভারতসহ দুনিয়াজুড়ে বক্স অফিসে প্রায় ১১০০ কোটি রুপির ব্যবসা করেছিল এ সিনেমা। 'পাঠান' ঝড় থামতে না থামতেই 'জওয়ান' সিনেমায় মজেছিলেন ভক্ত-অনুরাগীরা। সেপ্টেম্বরে 'জওয়ান' আলোড়ন তোলার পর বছরের শেষ বড়দিনের মৌসুমে 'ডাঙ্কি'র মুক্তি পায়। একই বছরে পরপর তিনটি হিট সিনেমা- ভাবা যায়!

কিন্তু নতুন বছরে কী পরিকল্পনা বাদশার? এ বছর কি একটিও সিনেমা মুক্তি পাবে না শাহরুখের? না কি হিটের হ্যাটট্রিক করেই নেবেন অবসর তিনি! এখন এ আলোচনাই চলছে শাহরুখ ভক্তদের মাঝে।

সম্প্রতি দুবাইতে ওয়ার্ল্ড গভমেন্ট সামিটে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেখানেই তার চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের উত্থান-পতন নিয়ে কথা বলেছেন। তার জীবনদর্শন নিয়ে কথা বলেছেন। এ সময় তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, গত বছরের তার হিট সিনেমা হ্যাটট্রিকের পর এবার কি পুরোপুরি অবসর নেবেন তিনি?

এমন প্রশ্ন ওঠার অবশ্য সঙ্গত কারণও রয়েছে। কেননা নতুন বছরে এখনো তার কোনো সিনেমার কথা শোনা যাচ্ছে না। দুবাইয়ের অনুষ্ঠানে শাহরুখ খান জানান, আরও ৩০ বছর হেসে খেলে অভিনয় করবেন তিনি।

শাহরুখ আরও জানিয়েছেন, জীবনের শেষ যে সিনেমাটি করবেন, সেটি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা হবে। সেটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সিনেমা হবে। এ সিনেমা নির্মাণের শুরু আগে জন্য তিনি দর্শকদের কাছে অনুরোধ করবেন উর্দু ও আরবি ভাষা শেখার জন্য। তিনি চান তার শেষ সিনেমাটি যাতে বিশ্বজুড়ে দর্শকরা উপভোগ করতে পারেন।

প্রাক্তন স্ত্রীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ অভিনেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা নীতিশ ভরদ্বাজ এবার প্রাক্তন স্ত্রীর মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন। 'মহাভারত'খ্যাত এই তারকা ভোপালের পুলিশ কমিশনার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছেন।

প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নীতিশ ভরদ্বাজের প্রাক্তন স্ত্রী স্মিতা ভরদ্বাজ মধ্যপ্রদেশের আইএএস অফিসার। দীর্ঘদিন ধরে নীতিশ ভরদ্বাজকে মানসিকভাবে নির্যাতন করছেন তিনি। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সঙ্গেও দেখা করতে দেন না নীতিশকে।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ভোপালের পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লেখে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। অতিরিক্ত ডিসিপি শালিনী দীক্ষিতকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে স্মিতা ভরদ্বাজকে বিয়ে করেন নীতিশ ভরদ্বাজ। এ দম্পতির জমজ দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ভেঙে যায় তাদের সংসার। ২০২২ সালে সংসার ভাঙার ঘোষণা দেন নীতিশ। বর্তমানে দুই কন্যা মা স্মিতার সঙ্গে ইন্দোরে থাকেন।

'ভূত' হয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন মাধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : যার নাচে বলিউডি সিনেমার অসংখ্য গান হত জীবন্ত, বলিউডের সেই জনপ্রিয় নায়িকা মাধুরী দীক্ষিত অনেক বছর ধরে বড় পর্দায় আর নিয়মিত নন। মাঝে কয়েকবার মাধুরীর সিনেমা করার খবর এলেও তা সত্যি হয়নি। তবে এবার তিনি সত্যিই ফিরছেন সিনেমায়।

পিংকভিলা বলছে, 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি' সিনেমায় 'ভূত' চরিত্র করবেন মাধুরী দীক্ষিত। কয়েকদিন ধরে নির্মাতা আনিস বাজমির 'ভুল ভুলাইয়া' ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা নিয়ে আলোচনা চলছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। সিনেমা মুক্তির সম্ভাব্য দিনক্ষণও ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এবার জানা গেল, মাধুরীও থাকছেন এ সিনেমায়।

১৯৮৮ সালে তেজাব সিনেমায় 'এক দো তিন' এ সঙ্গে নেচে মাধুরী যে ঝড় তুলেছিলেন, তারপর আর পেছনে ফিরতে হয়নি তাকে। তেজাব হিট হওয়ার পর মাধুরীর মধ্যে নতুন মধুবালাকে খুঁজে পেয়েছিল ভারতের দর্শকরা। তারপর একের পর এক হিট সিনেমা দিয়ে গেছেন তিনি।

১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ভারতীয় চিকিৎসক শ্রীরাম নেনেকে বিয়ে করেন মাধুরী। বিয়ের পরপর কয়েকটি সিনেমা করলেও সন্তান হওয়ার পর বিরতি দেন অভিনয়ে। দুই সন্তান বড় হওয়ার পর আবার অভিনয়ে ফিরেছেন মাধুরী। বছর খানেক আগে ওটিটিতেও কাজ করেন তিনি। তবে বড় পর্দার সিনেমার দর্শকরা মাধুরীকে এর মধ্যে আর পাননি।

'ভুল ভুলাইয়া থ্রি' মুক্তি পাবে বছরের শেষ দিকে দীপাবলীর সময়ে। প্রথম কিস্তির সাড়া ফেলা নায়িকা বিদ্যা বালান তৃতীয় কিস্তিতেও থাকবেন বলে জানিয়েছেন নির্মাতা আনিস বাজমি। ২০০৭ সালে এই সিরিজের প্রথম সিনেমা 'ভুল ভুলাইয়া' নির্মাণ করেছিলেন পরিচালক প্রিয়দর্শন। সিনেমাটি মূলত ১৯৯৩ সালের মালায়ালাম চলচ্চিত্র 'মনিচিত্রথাঝু'র রিমেক।

অক্ষয় কুমার ও বিদ্যা বালান অভিনীত 'ভুল ভুলাইয়া' দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে পেয়েছিল অকুণ্ঠ প্রশংসা। বিশেষ করে বিদ্যার ধ্রুপদী নৃত্য এবং কোনো কোনো সংলাপে ঝরঝরে বাংলা বচন তাকে আলাদা করে তুলেছিল।

এরপর ২০২২ সালে আসে 'ভুল ভুলাইয়া ২'। তবে এটি কোনো রিমেক সিনেমা ছিল না। প্রথম কিস্তির গল্পের রেশও দেখা যায়নি দ্বিতীয়টিতে। এমনকি অভিনয় শিল্পী, কলাকুশলীসহ নতুন টিম নিয়ে 'ভুল ভুলাইয়া ২' বানাতে মাঠে নামেন পরিচালক আনিস বাজমি। সেবার বাজমি এই সিনেমায় নিয়ে আসেন কার্তিক আরিয়ানকে, আর বিদ্যার চরিত্রটি করেন টাবু।

কেন নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন জনি লিভার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন শতাধিক ছবিতে কাজ করেছেন বলিউডের আইকনিক কমেডিয়ান জনি লিভার। তবে তার নিজের জীবনেও একটা অধ্যায় অন্ধকারে ঢাকা। জীবনের প্রতি এতটা বিরক্তি এসে গিয়েছিল যে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের এমনই এক অধ্যায়ের কথা জানিয়েছেন ভারতের জনপ্রিয় এই কৌতুকাভিনেতা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন জনি। মানসিক অবসাদ গ্রাস করে ফেলেছিল তাকে। জীবনের প্রতি ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

জনি বলেন, আমার মনে হয়েছিল বেঁচে থাকলে যন্ত্রণা আরও বাড়বে। তাই ঠিক করেছিলাম নিজেকে শেষ করে দিলে হয়তো সব শেষ হবে। রেললাইনে শুয়েছিলাম ট্রেনের অপেক্ষায়। কিন্তু পাড়ার লোকজন আমাকে বাঁচিয়ে নেই। জনি জানান, বাবার জন্য কোনো কারণে অবসাদ চলে গিয়েছিলেন। তবে কারণটি অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানাননি তিনি।

জনি জানিয়েছেন, ছোট থেকে তার জীবন একেবারে অন্য দিকে মোড় নিয়েছিল। এমন একটি জায়গায় তিনি থাকতেন সেটা হল অপরাধীদের আখড়া। চোখের সামনে অনেক খুন হতে দেখেছেন তিনি। অভিনেতা না হয়ে অপরাধী হয়েও যেতে পারতেন তিনি। সেই সম্ভাবনাও নাকি ছিল।

৫০০ উইকেটের ঠিকানায় দ্বিতীয় দ্রুততম অশ্বিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অপেক্ষা ছিল একটি উইকেটের। রবিচন্দ্রন অশ্বিন বেশি সময় নিলেন না। ম্যাচে নিজের সপ্তম বলেই জ্যাক ক্রলির উইকেট নিয়ে ভারতের অভিজ্ঞ অফ স্পিনার স্পর্শ করলেন মাইলফলক। নাম লেখালেন রেকর্ড বইয়ে। রাজকোট টেস্টের দ্বিতীয় দিন ১৬ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের ওপেনার ক্রলির উইকেটটি এই সংস্করণে অশ্বিনের ৫০০তম। ভারতের দ্বিতীয় ও বিশ্বের নবম ক্রিকেটার হিসেবে এই মাইলফলক ছুঁলেন তিনি। অশ্বিন মাইলফলকটি স্পর্শ করলেন ৯৮তম টেস্টে। তার চেয়ে কম টেস্ট খেলে পাঁচশ উইকেটের ঠিকানায় পৌঁছাতে পারেন কেবল শ্রীলঙ্কান গ্রেট মুত্তিয়া মুরালিধারান (৮৭ ম্যাচ)। অনিল কুম্বলের লেগেছিল ১০৫ টেস্ট, শেন ওয়ার্নের ১০৮। বলের হিসাবেও দ্বিতীয় দ্রুততম পাঁচশ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন অশ্বিন। তার লেগেছে ২৫ হাজার ৭১৪ বল। এখানে তার ওপরে আছেন গ্লেন ম্যাকগ্রা। অস্ট্রেলিয়ান পেসারের লেগেছিল ২৫ হাজার ৫২৮ বল। জেমস অ্যান্ডারসন ২৮ হাজার ১৫০ বল, স্টুয়ার্ট ব্রড ২৮ হাজার ৪৩০ বলে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন। ম্যাচের হিসাবে দ্রুততম ৩০০ উইকেটের রেকর্ড অশ্বিনের। যেখানে তার লেগেছিল ৫৪ ম্যাচ। ৪০০ উইকেটে তিনি দ্বিতীয় দ্রুততম, লেগেছিল ৭৭ টেস্ট। সেখান থেকে ৫০০ উইকেটে পৌঁছাতে লাগল ২১ টেস্ট। ইংল্যান্ডের ইনিংসের দ্বাদশ ওভারে আক্রমণে আসেন অশ্বিন। নিজের প্রথম ওভারে দেন ৩ রান। পরের ওভারে প্রথম বলেই ক্রলিকে ফিরিয়ে ৮৯ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন তিনি। সুইপ করার চেষ্টায় ফাইন লেগে ক্যাচ তুলে দেন ক্রলি। টেস্টে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৬১৯ উইকেটের রেকর্ড সাবেক স্পিনার কুম্বলের। ৪৩৪ উইকেট নিয়ে তিন নম্বরে আছেন সাবেক অলরাউন্ডার কাপিল দেব।

মায়ামিতেই ইতি টানবেন সুয়ারেজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়সটা ৩৭-এর ঘর পেরিয়েছে। আর কত! এখন বিদায় বলার পালা। সেটাই যেন ইঙ্গিত দিলেন লুইস সুয়ারেজ। জানিয়ে দিলেন ইন্টার মায়ামিই হবে তার শেষ ক্লাব। অর্থাৎ এর পর আর কোনো ক্লাবের হয়ে খেলতে দেখা যাবে না তাকে।

একসময়কার তুখোড় তারকা, খেলেছেন একাধিক ক্লাবে। আয়াক্স, লিভারপুল, বার্সা, অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ সবখানেই দেখিয়েছেন দাপট। এখন তার ইতি টানার পালা। সেটা ইন্টার মায়ামি দিয়েই নেবেন সুয়ারেজ, 'ইন্টার মায়ামিই হবে আমার শেষ ক্লাব। আমার পরিবার এরই মধ্যে এটা জানে। এখনও তারিখ ঠিক করিনি, তবে এটাই আমার শেষ ধাপ। আমার শেষ চ্যালেঞ্জের জন্য আমি তৈরি। তবে অনিবার্য ক্লান্তি তো আছে, দিন শেষে ভবিষ্যতে আমি মানসম্মত একটি জীবন চাই।'

যেহেতু মায়ামিই শেষ। তাই চেষ্টা করবেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটিতে দারুণ কিছু করার। আগামী বুধবার রিয়াল সল্ট লেক ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে মায়ামির মেজর লিগ সকারের নতুন আসর। সেই আসরে নিজের সেরাটা নিংড়ে দিতে চাইবেন এই উরুগুয়ে তারকা।

চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরতে প্রস্তুত সালাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রায় এক মাস বাইরে থাকার পর লিভারপুলের হয়ে মাঠে ফিরতে যাচ্ছেন মোহামেদ সালাহ। প্রিমিয়ার লিগে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে খেলতে মিশরের এই ফরোয়ার্ড প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। গত মাসের মাঝামাঝি আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের গ্রুপ পর্বে ঘানার বিপক্ষে মিশরের ২-২ ড্র ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান দলটির অধিনায়ক সালাহ। পরে তার দল বিদায় নেয় টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো থেকে। লিগে আজ শনিবার ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে খেলবে লিভারপুল। আগের দিন ক্লপ জানান, সালাহ পুরোদমে অনুশীলনে ফিরেছেন এবং ম্যাচটি খেলার জন্য তিনি পুরোপুরি ফিট। ১৪ গোল করে এখন পর্যন্ত চলতি লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা সালাহ। ২৪ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে লিভারপুল।

লিগে গত শনিবার বার্নলির বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয়ের ম্যাচে প্রথমার্ধের পর আর মাঠে নামানো হয়নি ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডকে। হাঁটুর পুরোনো চোটে পড়েছেন তিনি। এই ইংলিশ ডিফেন্ডারের ফেরা নিয়ে তাড়াহুড়ো করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ক্লপ। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি চেলসির বিপক্ষে লিগ কাপের ফাইনালেও পাওয়া যাবে না অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডকে।

স্থুল শরীর নিয়ে অনুশীলনে নেইমার, আল হিলাল ভক্তের খোঁচা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনজুরির কারণে দীর্ঘ ৪ মাস মাঠের বাইরে থাকার পর অবশেষে অনুশীলনে ফিরেছেন নেইমার জুনিয়র। গতকাল শুক্রবার নিজের ক্লাব আল হিলালে যোগ দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার।

অনুশীলনে ফিরে নিজের সতীর্থদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছিলেন নেইমার। এমন সময় তার বেশি কিছু ছবি তোলা হয় এবং সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হয়।

ছবিতে নেইমারকে কিছুটা স্থুলকায় মনে হয়েছিল। ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের কারণেই হয়তো এমনটি দেখা গেছে। তবে নেইমারের এই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দেওয়া হয়। এতে আল হিলাল ভক্তরা প্রতিক্রিয়াও জানান। নেইমারের বাড়তি ওজনের কারণে, তাকে খোঁচাও দিয়েছেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটির সমর্থকরা।

অন্য আরেকটি ক্যামেরাতে দেখা যায়, নেইমারের ওজন ঠিকই আছে। সত্যিকারেই যদি তার ওজন বেড়েই থাকে, তবু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে তাকে বেশি ওজন কমাতে হবে না।

ফুটবল ক্যারিয়ারের বড় একটি সময় ইনজুরিতেই কেটেছে নেইমারের। কারণ, ব্রাজিলিয়ান এই ফুটবলার অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই খেলেন মাঠে। প্রায় সময়েই প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙতে ড্রিবলিংকে কৌশল হিসেবে কাজে লাগাতে চান নেইমার। অথচ তিনি চাইলেই সতীর্থদের বল সহযোগিতা নিয়েই সেটি করতে পারেন।

ড্রিবলিং করতে গিয়ে নেইমার নিজেই পড়েন বিপদে। এই ঝুঁকিপূর্ণ কৌশলে খেলতে গিয়েই অনেকবার ইনজুরিতে পড়েছেন নেইমার। তবে হয়তো আগামী দিনে বিষয়টি নিয়ে সতর্ক থাকবেন তিনি। আর ভক্তদের খোঁচার জবাবে নিজেকে আগের চেয়েও শক্তিশালী করেই মাঠে ফিরবেন নেইমার।।

ইনজুরি কেড়ে নিলো জেমিসনের এক বছর!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনজুরি যেন পিছু ছাড়ছে না নিউজিল্যান্ডের পেসার কাইল জেমিসনের। গত বছর ইনজুরিতে পড়ে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল তাকে। এবার সেই একই জায়গায় আবারও চোট। যে কারণে, আগামী এক বছর মাঠে বাইরে থাকতে হতে পারে এই কিউই বোলারকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের পর পিঠে ব্যথা অনুভব করেন জেমিসন। যে কারণে, খেলতে পারেননি দ্বিতীয় ম্যাচে। অথচ প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করে শিকার করেছিলেন ৬ উইকেট।

প্রথম টেস্ট শেষে জেমিসনের পিঠে স্ক্যান করা হয়। আর সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল দেখেই তার চক্ষু চড়কগাছ। ধারণা করা হচ্ছে, চোট এতটাই মারাত্মক যে, আগামী এক বছরই তাকে সাইডলাইনে থাকতে হতে পারে। তবে এবার আর অস্ত্রোপচার করাতে চান না জেমিসন।

জেমিসন এক বিবৃতিতে বলেন, 'গত কয়েক দিন আমার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু আমি আমার সঙ্গী, পরিবার, সতীর্থ, সহায়তাকর্মী এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি জানি, একজন ক্রিকেটারের জীবনে ইনজুরি একটি অংশ। আশাবাদী যে, আমার সামনে খেলার আরও অনেক দিন বাকি আছে।'

এ বিষয়ে নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ গ্যারি স্টেড বলেন, 'আমরা সবাই দেখেছি কাইল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার জন্য কতটা পরিশ্রম করেছে এবং তার জন্য এই ধরনের ধাক্কা পাওয়াটা দুঃসংবাদ। ইতিবাচক দিক থেকে আমরা জানি, সে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আমরা পুনর্বাসনের পথে তার পাশে থাকব। তার সংকল্প সীমাহীন।'

রাজকোট টেস্টের মাঝপথেই দল ছাড়লেন অশ্বিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজকোট টেস্টে দারুণ খেলছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ইংলিশ ব্যাটার জ্যাক ক্রলিকে ফিরিয়ে ৫০০ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন ভারতীয় এই স্পিনার। কিন্তু এরই মধ্যে শুনতে হলো দুঃসংবাদ। পরিবারের কারও গুরুতর অসুস্থতার কারণে দ্রুতই দল ছাড়তে হয়েছে তাকে। এক বিবৃতিতে বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহ বলেন, 'পরিবারের কারও গুরুতর অসুস্থতার কারণে রবিচন্দ্রন অশ্বিন টেস্ট স্কোয়াড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তার এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে বিসিসিআই অশ্বিনকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। আমাদের কাছে একজন খেলোয়াড় ও তার প্রিয়জনের স্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অশ্বিন ও তার পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান জানানোর অনুরোধ করছি।'

বিবৃতিতে অবশ্য জানানো হয়নি কার বা কি অসুস্থতা। তবে বিসিসিআই সহসভাপতি রাজিব শুক্লা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানিয়েছেন, অশ্বিনের মা গুরুতর অসুস্থ। মায়ের পাশে থাকতে চেন্নাই চলে যাচ্ছেন অশ্বিন।

এমবাপ্পে গেলে তিন খেলোয়াড় কিনবে পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী জুনে প্যারিস ছাড়তে চান কিলিয়ান এমবাপ্পে। পিএসজি প্রেসিডেন্ট নাসের আল খেলাইফিকে ইচ্ছের কথা জানিয়ে দিয়েছেন ফ্রান্সম্যান। নানা ফন্দিফিকির করে দুই বছর প্যারিসে তাকে আটকে রাখা গেলেও আর সম্ভব নয় পিএসজি বোর্ডও তা বুঝে গেছে। সেজন্য এমবাপ্পেবিহীন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে পিএসজি। দলবদল বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ফ্যাবরিজিও রোমানো দাবি করেছেন, এমবাপ্পে আগামী মৌসুমে দল ছাড়ার পর তার অভাব পূরণে তিনজন মানসম্মত খেলোয়াড় কেনার প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে লা প্যারিসিয়ানরা। ফরোয়ার্ড লাইনে একজন ভালো মানের ফুটবলার কেনার পরিকল্পনা আছে পিএসজি। নাপোলির ভিক্টর ওসিমহেন হতে পারেন ওই ফুটবলার। তাকে না পেলে অন্য কোন বড় তারকার দিকে ঝুঁকবে ক্লাবটি। মিডফিল্ডে চলতি মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটির বেনার্ড সিলভা এবং বার্সেলোনার ফ্রেঙ্কি ডি জংকে চেয়েছিল তারা। আগামী মৌসুমে নিউক্যাসলের ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেজকে কেনার লড়াইয়ে নামবে পিএসজি। তার জন্য প্রায় শত মিলিয়ন ইউরোর রিলিজ ক্লজও নাকি দিতে প্রস্তুত তারা। এছাড়া সেন্ট্রাল ডিফেন্সে একজন পরীক্ষিত ফুটবলার চায় পিএসজি। বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাথিউস ডি লিট তাদের প্রথম পছন্দ। তবে লিলির ১৮ বছর বয়সী তরুণ লেনি জোরোর ওপরও আস্থা রাখতে পারে পিএসজি। কিলিয়ান এমবাপ্পে পিএসজি ছাড়বেন বিধায় আনুগত্য ভাতার প্রায় ৮০ মিলিয়ন ইউরো নেননি তিনি। চলে গেলে প্রায় ৭০ মিলিয়নের মতো বেতনের বোঝা থেকেও মুক্তি পাবে পিএসজি। ওই অর্থ দিয়ে খুব সহজে নতুন তিনজন ফুটবলারের বেতন-ভাতা মেটাতে পারবে কাতারি অর্থে চলা ক্লাবটি। তবে তাদের কেনার জন্য খরচ করতে হবে মোটা অঙ্কের অর্থ।

পিসিবি থেকে সরানো নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য হাফিজের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান ক্রিকেটে যেন নাটকীয়তার শেষ নেই। একের পর এক মঞ্চায়ন করা হচ্ছে নতুন নাটকের। সেই নাটকীয়তায় সর্বশেষ মঞ্চায়িত করা হয়েছে মোহাম্মদ হাফিজকে।

বিশ্বকাপের পর হাফিজকে টিম ডিরেক্টর ও অন্তবর্তীকালিন কোচের দায়িত্ব প্রদান করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এর দুই মাস না যেতেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো পিসিবি থেকে।

পিসিবির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে, মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণেই হাফিজকে বোর্ডের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। বলা হয়েছে, গত মাসে নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষেই হাফিজের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে।

মেয়াদ শেষ, নাকি বাদ দেওয়া হয়েছে- এবার সেই বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন হাফিজ। নিজের এক্স একাউন্টে এক পোস্টের মাধ্যমে ঘটনা তুলে ধরেন তিনি।

হাফিজ লেখেন, 'আমি সব সময় পাকিস্তানকে সম্মান ও গর্বের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করেছি। ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্ব আমি অনেক আগ্রহের সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমাকে পিসিবি থেকে ৪ বছরের জন্য দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, নতুন নেতৃত্ব আসায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটাকে সংক্ষিপ্ত করে ২ মাসে আনা হয়। পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা।'

গত নভেম্বরে পাকিস্তান দলের ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন হাফিজ। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফরে ৪৩ বছর বয়সী এই সাবেক ক্রিকেটারকে প্রধান কোচও করা হয়। তার অধীনে হওয়া দুটি সফরেই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান দল। অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্টে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ৪-১ হার দেখে পাকিস্তান।

তবে তার অধীনে কেন পাকিস্তান ভালো করতে পারেনি, সে বিষয়েও খুব শীঘ্রই জানাবেন হাফিজ। সেটিও নিজের এক্স একাউন্টেই জানাবেন তিনি। এর জন্য তার একাউন্টে নজর রাখতেও বলেছেন হাফিজ।

বৃহস্পতিবার বোর্ডের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে এক বার্তায় 'ধন্যবাদ' এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা দিয়ে বিদায় জানানো হয়েছে হাফিজকে।

সেই বার্তায় বলা হয়েছে, 'পিসিবি মোহাম্মদ হাফিজকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ডিরেক্টর হিসেবে তার অমূল্য অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। খেলার প্রতি হাফিজের ভালোবাসা এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে তার মেন্টরশিপ খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে বড় ভূমিকা রেখেছে। পিসিবি হাফিজকে শুভকামনা জানাচ্ছে এবং ভবিষ্যতের জন্য তার সাফল্য কামনা করছে।'

চলতি মাসে নতুন চেয়ারম্যান দায়িত্ব নিয়েছেন পিসিবির। তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে মহসিন নাকভি পাকিস্তানের ক্রিকেট নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। যে পরিকল্পনায় হাফিজ নেই।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR